দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 06 JAN 2016
কলাম

ছাত্রলীগের ৬৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর প্রত্যাশা

উদযাপনটা ভালো হয় নাই। উৎসবের দিনে নিজেদের মধ্যেই সংঘর্ষ হইয়াছে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটসহ কয়েকটি স্থানে। পাশাপাশি, নেতা-কর্মী-সমর্থকদের একাংশের বিরুদ্ধে নানা ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘনের অভিযোগও অনেক। তাহা সত্ত্বেও ছাত্রলীগ নামক ঐতিহ্যবাহী সংগঠনটির অর্জনের বিশালতার নিকট সকলই তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সাবেক ছাত্রলীগ নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলিয়াছেন যে, জাতির সকল মহৎ অর্জনের সহিত জড়াইয়া আছে ছাত্রলীগের নাম। জাতির উপর যখন আঘাত আসিয়াছে, কাড়িয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছে মাতৃভাষার অধিকার—তখনই ছাত্রলীগের জন্ম। গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্রলীগ কখনোই পিছাইয়া থাকে নাই। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যে যে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি নাই—ছাত্রলীগ নামক সংগঠনটির সগৌরবে ৬৮ বৎসরে পদার্পণই তাহার অকাট্য প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে। ইহা সুবিদিত যে, ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি হইতে ২০১৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারি—এই যে দীর্ঘ পথযাত্রা ছাত্রলীগের জন্য তাহা মোটেও কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। ছাত্রলীগকে শুধু যে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার একের পর এক ষড়যন্ত্র এবং সশস্ত্র তাণ্ডবের মোকাবিলা করিতে হইয়াছে তাহাই নহে, বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে কাণ্ডারির ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই কঠিন দিনগুলিতে। পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু-হত্যাপরবর্তী দিনগুলির চিত্রও খুব একটা ভিন্ন নহে। ছাত্রলীগের নিজস্ব ওয়েবসাইটে নিজেদের 'বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন' বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ছাত্রলীগ যে এখনো দেশের অন্যতম বৃহৎ ও শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

এমন আবেগময় আক্ষেপবাক্য প্রায়শ শোনা যায় যে, ছাত্রলীগের সোনালি অতীত ফিরাইয়া আনিতে হইবে; কিন্তু সেই অতীত তো আর ফিরিয়া আসিবার নহে। কারণ প্রেক্ষাপট বদলাইয়া গিয়াছে। তখন ছিল পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক ধরনের দুঃশাসনের শৃঙ্খল হইতে মুক্তির সংগ্রাম। বলিতে গেলে কোনো অধিকারই ছিল না এই জনপদের মানুষের। এমনকি মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও জাতিকে লড়াই করিতে হইয়াছে। সেই লড়াইয়ের পথ ধরিয়া দীর্ঘ বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়া আমরা স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছি। এই পথপরিক্রমায় ছাত্রলীগের নেতৃত্বে এই দেশের ছাত্রসমাজ যে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করিয়াছে—তাহা অনস্বীকার্য। তাহারা বিপুল ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে আপস করে নাই। ভুলিলে চলিবে না যে, তখন সম্মুখে ছিল স্বাধীনতার বিশাল ও মূর্ত এক স্বপ্ন। আর কে না জানেন যে স্বাধীনতার জন্য হাসিমুখে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। সর্বোপরি, গত কয়েক দশকে ব্যাপকভাবে বদলাইয়া গিয়াছে বিশ্ব-বাস্তবতাও। বিশ্বায়নের বিপুল প্রভাবের পাশাপাশি তথ্য-প্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষের অভিঘাতে পৃথিবী আক্ষরিক অর্থেই হাতের মুঠোয় চলিয়া আসিয়াছে। খুলিয়া গিয়াছে অসীম সম্ভাবনার দুয়ার। যেই তরুণরা একদা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মতো মহৎ আদর্শের পতাকা বহন করিয়াছে, তাহারাই আজ এই পরিবর্তনের চালিকাশক্তিতে পরিণত হইয়াছে। সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করিতেছে বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট অমিত সম্ভাবনার।

বলা বাহুল্য, কালপ্রবাহে প্রেক্ষাপটের যত পরিবর্তনই ঘটুক না কেন, যেই বিষয়টি অপরিবর্তিতই রহিয়া গিয়াছে তাহা হইল—তারুণ্যের অপরিমেয় শক্তি ও সম্ভাবনা। ছাত্রলীগের যে সোনালি অতীত আমাদের আজও আলোড়িত করে—তাহাও মূলত তারুণ্যের এই শক্তি ও সম্ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সতত বহমান সেই তারুণ্য ছাত্রলীগের নেতৃত্বে একদা জাতিকে যেমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্জন উপহার দিয়াছে, তেমনি স্বাধীনতা জাতির জন্য যে সম্ভাবনার সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়াছে তাহাকেও পরিপূর্ণ রূপে সফল করিয়া তুলিবে—ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা।